কিশোর থ্রিলার

পুরোনো গোরস্থানের পেছনে

কিশোর থ্রিলার

পুরোনো গোরস্থানের পেছনে

সুস্ময় সুমন

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

শুরুর আগে...

ঘরে এসি চলছে, বিছানায় বসে একমনে ভিডিও গেম খেলছে রাতুল। একমনে বলাটা বোধ হয় ভুল হলো, বেশ কিছুক্ষণ খেলার পর তার মনটা কেমন নস্টালজিক হয়ে উঠল। এই মুহূর্তে সে শূন্যদৃষ্টিতে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে পড়ে যাচ্ছে কত কত কথা। মাত্র কদিন আগের ঘটনা। তখনো রাতুলের নাম এ দেশের কেউ জানত না। আর দশটা সাধারণ কিশোরের মতোই ছিল তার জীবন। স্কুলে যেত, মন লাগিয়ে পড়াশোনা করত, বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল-ক্রিকেট খেলে সময় পার করে দিত। কিন্তু সামার ভ্যাকেশনের একটা ট্যুর কীভাবে পাল্টে দিল তার জীবনটাকে। এখন সে আর যে কেউ নয়, সে রীতিমতো সেলেব্রিটি। এ দেশে যারা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে কিংবা একটু হলেও দেশের খোঁজখবর রাখে, তারা প্রায় সবাই জানে রাতুল মির্জার নাম। এমনকি দেশের বাইরে থেকেও চাচারা ওর খোঁজখবর নিয়েছেন। চাচাতো ভাই রকি তো ফোন ধরলে আর ছাড়তেই চায় না। রাতুলের মুখে ওর পুরো অভিযানের বিস্তারিত জানতে চায়। এক কথা বারবার বলতে বলতে চোয়াল প্রায় ব্যথা

হয়ে গেছে রাতুলের। একে তো সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এখন সাংবাদিকের কোনো অভাব নেই। তারা যেকোনো সময় হুটহাট রাতুলের আম্মু অনিমাকে কল করেন। জোরজবরদস্তি করতে থাকেন রাতুলের একটা ইন্টারভিউয়ের জন্য। কিন্তু পুরো বিষয়টা নিয়ে রাতুল গর্বিত বোধ করলেও অনিমা মির্জা তা করতে পারেন না। তাই পারতপক্ষে কেউ কল করলে তিনি জানিয়ে দেন রাতুল এখন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, ও কারও সাথে কথা বলতে পারবে না। এতে আবার রাতুলের খারাপ লাগে। সে যে এখন সেলেব্রিটি, সবাই তার সাথে কথা বলতে চাইছে, মিট করতে চাইছে। কিন্তু আম্মুর কারণে সেটা আর হয়ে ওঠে না।

পুরো স্কুলে রাতুলের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। আগে ওর মুখে নানা কথা শুনে হাসিঠাট্টা করত সবাই। কিন্তু নীলাচলের ওই ঘটনার পর সেই সুযোগ আর কেউ পাচ্ছে না। সবার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে রাতুল। সে যা ঘটিয়ে এসেছে মামাবাড়িতে, তা যেকোনো ক্লাস এইটের কিশোরের পক্ষে ঘটাতে হলে তার কলিজায় আর পানি থাকবে বলে মনে হয় না।

মুচকি হাসল রাতুল। আবার একটু যেন কষ্টও পেল। আব্বু বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর আম্মুকে অনেক বুঝিয়েছেন। আম্মুকে নিয়ে ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলেন, রাতুল জানে সেটা মনের ডাক্তার। আম্মুর মূল সমস্যাটা হয়েছে মনে–বিরাট এক ট্রমার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন অনিমা মির্জা। সন্তানকে নিয়ে যে ওই নরকের মতো জায়গা থেকে সুস্থ আর নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছেন, সেটা তিনি কস্মিনকালেও ভাবতে পারেননি। শুধু তা-ই নয়, পুরো ঘটনার সাথে আম্মুর...

বুক চিরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রাতুলের। তাই তো, সে নিজেকেও কি কখনো ভাবতে পেরেছিল পুরো ষড়যন্ত্রের পেছনে এমন রোমহর্ষ কোনো ঘটনা জড়িয়ে থাকতে পারে! সে নিজেও যে বেঁচে ফিরতে পেরেছে, এ-ই তো অনেক। অন্য কেউ না হলেও পান্না আর কান্নাই তো ওকে জানে মেরে ফেলতে পারত। ভাগ্যিস দুবছর ধরে কারাতে প্র্যাকটিস করে রাতুল, তাই কানের গোড়া নিয়ে বেঁচে ফিরেছে। আর ওদের কবল থেকে কোনোরকমে বেঁচে ফিরলেও পিশাচের দল যে তা শরীর চিরেফেড়ে রাখেনি, এ-ই তো তার সাতকুলের সৌভাগ্য।

ফোন বাজছে।

এখন আবার কে কল করল?

নীলাচল থেকে ফিরে বেশ কিছুদিন ওকে ফোন দূরে রাখতে বলেছিলেন আম্মু। বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলতে হলে তিনি নিজেই বলতেন। রাতুলের নম্বর কাউকে জানতে দিতেন না। আজই প্রথম ছেলেকে ফোন কাছে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন অনিমা মির্জা এবং আজ এই প্রথম কল এল ওর নম্বরে।

নম্বরটা দেখে মুখে হাসি ফুটে উঠল রাতুলের। যা ভেবেছিল, তাই। লেখক সুস্ময় সুমন কল করেছেন।

'হ্যালো।' কল রিসিভ করে বলল রাতুল, 'কেমন আছেন, আঙ্কেল?'

'আরে, আমার কথা বাদ দাও, মিস্টার ডিটেকটিভ,' সোল্লাসে বলে উঠলেন সুস্ময় সুমন, 'তুমি তো এখন বিরাট বড় সেলেব্রিটি। এত বড় কাণ্ড ঘটিয়ে ফোন অফ করে বসে আছ কেন?'

ভদ্রলোকের কথায় কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল রাতুল। আসলে সবাইকে তো আর বলা যায় না যে ও নিজের ইচ্ছায় ফোনটা অফ করে রাখেনি। ওর আম্মুর চাপাচাপিতে অফ করতে বাধ্য হয়েছে। তাই ম্লান হেসে বলল, 'আসলে সবাই ফোন করে বারবার এক কথা জিজ্ঞেস করে তো, তাই ফোন অফ করে রেখেছিলাম।'

'তা জিজ্ঞেস তো করবেই,' বলল সুস্ময় আঙ্কেল, 'যা একখানা দেশকাঁপানো কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছ। তুমি হলে এখন বাংলাদেশের সুপারহিরো।'

লেখকের প্রশংসায় গাল দুটো একটু লাল হয়ে উঠলেও মনে মনে খুশি হলো রাতুল। বলল, 'আঙ্কেল, আসলে আমি কখনোই ভাবতে পারিনি যে এমন একটা অভিযানে জড়িয়ে পড়ব।'

'কিন্তু তুমি তো সেই কবে থেকেই চাইতে নামকরা গোয়েন্দা হতে। লাইক শার্লক হোমস।'

এবার আরও বেশি করে লজ্জা পেল ছেলেটা। সুস্ময় আঙ্কেল কার সাথে কার তুলনা করছেন। কোথায় কাক আর কোথায় কোকিল।

'রাতুল।'

'জি, আঙ্কেল।'

'তুমি তো জানো দীর্ঘদিন ধরে আমি একটা কিশোর থ্রিলার লেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু নানা ব্যস্ততায় হয়ে উঠছিল না। এরপর তোমার এই অভিযানের ঘটনা পত্রিকায় পড়লাম, আমি তো টাসকিত। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে এটা আমার প্রতিবেশী রাতুল মির্জার কাজ। এলাকায় থাকলে তখনই তোমার কাছে ছুটে চলে যেতাম, কিন্তু আমি এখন একটা কাজে কক্সবাজারে আছি।'